Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 364 - 369
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সাহিত্যে মন-মননের সন্ধি : প্রাক্ ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের অন্তরঙ্গ পাঠ

অনুরাধা মুখার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
Email ID : anmukh2023@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Literary theory, Psychoanalysis, Greek tragedy, Stoicism, Bengali novels, Sigmund Freud.

Abstract
Literature is an endless pathway that has a lot of turns. Literary theory helps us know the reason for these turns. Literary texts, especially novels, are one of the important mechanisms that showcase the beauty of literary theories. Be it western or eastern, literary theory always brings a new motive to a literary text. As we know, psychoanalysis is a literary concept or theory given by the Austrian psychoanalyst Sigmund Freud. But it is really curious to know that before Freud, there were psychoanalytic concepts in literary texts. In famous Greek tragedies like 'Oedipus' or 'Medea', we can get the real essence of psychoanalytic views. Later, if we talk about Bengali literature, especially the Bengali novels, there is also the presence of psychoanalytic concepts, even before Sigmund Freud.

Discussion

সাহিত্য-দর্শন-সংস্কৃতি— এই সবকিছুই এক গন্তব্যহীন পথ, যেখানে তত্ত্বের সহায়তায় একদল মানুষ বাঁকবদলের নির্দেশ পেয়ে থাকে। এই তত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হয় সময়-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির মৃত্তিকায়। তত্ত্বনির্মাণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টির ওপর সর্বপ্রথম পরখ করা হয় তা হল অতীত। এতদিন ধরে যা চলে আসছে— সেই গতানুগতিক স্রোতকে খণ্ডিত করার মাধ্যমে আসে নতুনকে আহ্বানের ইঙ্গিত। অতীতকে খণ্ডন অর্থে যখনই কোনো বিষয় বা বস্তু সমাজ বা মানুষকে আবদ্ধ করে ফেলতে চায়, তার প্রতিবাদেই আসে নতুনের দখিন হাওয়া। কিন্তু এই খণ্ডন প্রত্যক্ষভাবে বিরোধাভাসের জাগরণ ঘটালেও এই বিরোধের মধ্যেও থাকে একমুঠো সমর্থন। এই সমর্থন অতীতকে সম্মান করতে শেখায়। অতীতের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের প্রতিমা নির্মিত হয়, যেখানে শিল্পকার্য অঙ্কন করে বর্তমান, তাই বর্তমান বা ভবিষ্যতকে জানতে হলে সবার আগে দরকার পড়ে অতীতকে জানা। পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি প্রজন্ম নিজের ইতিহাস ও অস্তিত্বকে অনুভব করতে চায়। তার সঙ্গে চেষ্টা করে সেই অস্তিত্বের প্রতিটা মুহূর্তকে অর্থবহ করে তুলে তার যথাসাধ্য সৌধনির্মাণ নির্মাণ করা। যখনই সে কিছু নির্মাণ করতে চায়—অতীত অন্বেষণের মাধ্যমে সে তার নিজের সমাজ তথা সারা বিশ্বের দরবারকে নিজের প্রাণে আন্দোলিত করার উদ্দেশ্যে তার মন উৎসুক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে গ্রহণ-বর্জনের এক নিরন্তর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যাত্রাপথের মাধ্যমে জন্ম হয় এক নতুন সৃষ্টির, যা সময়-সমাজের সঙ্গে এগিয়ে চলে সভ্যতার সওয়ারি হয়ে। সৃষ্টি ব্যতীত সভ্যতা অসম্ভব। সৃষ্টি মানুষকে আশা দেখায়, জীবনকে গতিশীল করে এবং সর্বোপরি মানুষকে প্রাণদান করে। সময় ও সমাজের পিঠে ভর করে এগিয়ে চলে সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিকার্যের একটি প্রকার হল সাহিত্যের অন্তর্গত উপন্যাস। সাহিত্যের প্রাক্কালে যেসব সৃষ্টির নমুনা মানুষ সাধারণত দেখেছে, উপন্যাস সেই তুলনায় অনেকটাই নবীন। জীবনের গভীর গূঢ় রহস্যের কথা সহজভাবে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসাবে তারা উপন্যাসকে গ্রহণ করেছিল।

দিন যত এগিয়েছে, সভ্যতার গতিপথ যত প্রশস্ত হয়েছে, সময়ের জটিলতা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। জীবনে আধুনিকতার আগমন জীবনকে অনেক বেশি রহস্যময় করে তুলেছে। গভীর জীবনযন্ত্রণায় উদ্বেলিত হয়ে মানব মনন নিস্তার পেতে চেয়েছে, যে কারণে সে সেদিন হাতে কলম তুলে নিতে ছেয়েছিল। উপন্যাসের পট নির্মিত হল কল্পনার রঙে, ধীরে ধীরে কল্পনার রং মিশে গেল সময়ের জলরঙে। ই. এম. ফর্স্টার উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁর 'Aspect of the Novel' গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন, "...the novel tells a story"[১]

কিন্তু কেবল কাহিনির সংবদ্ধতাই উপন্যাসের সার বস্তু নয়। উপন্যাস একটি বৃহৎ আয়তনের ক্যানভাস। সেখানে যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অসহায়তা, ঔপনিবেশিক রাজত্ব, অস্তিত্বের সংকট, সর্বোপরি সমাজ ও সময়ের এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙে রাঙা হয়ে ওঠে তার পট। কখনো তা রামধনুর মতো উজ্জ্বল, কখনো বা বিবর্ণ মলিন, ধূসর বর্ণে ত্রস্ত। তবে কেবল ইতিহাস-সমাজ-সময় নয়, উপন্যাসে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় মানবজীবন। সাক্ষী হয় সমস্ত রকমের যন্ত্রণাময় জীবনের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে Ralph Fox তাঁর গ্রন্থে বলেছেন,

> "The novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression."[২]

প্রসঙ্গত, উপন্যাসের এই রীতি নিয়ম ধীরে ধীরে বিবর্ধিত হয়েছে। ধ্রুপদী সময় থেকে আধুনিক—বিশেষত বিশ শতকের সময় সারণিতে উপন্যাস অনেকটাই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে। যুদ্ধকালীন দ্বন্দ্ব, মনোবিকলনবাদ, বস্তুবাদের রসে জারিত হয়ে উপন্যাসের গন্তব্য আরো দুর্গম হয়ে উঠেছে। তবে প্রকৃত দক্ষ অভিযাত্রীরা জানে শৈলচূড়ায় পদার্পণের কৌশল। প্রকৃত শিল্পীও একইভাবে ওয়াকিবহাল থাকেন ফিক্‌শনের প্রকৃত শিল্পকলা সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে Walter Besant এবং Henry James তাঁদের 'Art of Fiction' গ্রন্থে জানিয়েছেন,

> "The art of fiction requires first of all the power of description, truth and fidelity, observation, selection, clearness of conception, and of outline, dramatic grouping, directness of purpose, a profound belief on the part of the story-teller in the reality of his story, and beauty of workmanship."[৩]

বাংলা সাহিত্যকে উপন্যাসের স্পর্শ পেতে বেশ খানিকটা অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তবে পাশ্চাত্য সাহিত্য এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপ যে নবজাগরণের সাক্ষী হয়েছিল, তা একদিনের ফলাফল বা কারণ ছিল না, এই সময় থেকে বলা চলে সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন-রাজনীতি-অর্থনীতি সমাজের সকল স্তরের পালেই পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় ইউরোপ মহাদেশকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছিল। ইতিহাসবিদ ফার্গুসন ও গ্রঁনো রেনেসাঁ সম্পর্কে বলেছিলেন যে এটা একটা বিশৃঙখলা পরিবর্তনের যুগ। সমাজে যতবারই বিশৃঙখলা দেখা দেয় তখনই আসে পরিবর্তনের ডাক। এই পরিবর্তন বিভিন্ন রূপে আসে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা একপ্রকার তত্ত্বের রূপ ধরে প্রধানত আবির্ভূত হয়। সেইরকম একটি ছদ্মবেশী রূপধারণকারী পরিবর্তন হল মনঃসমীক্ষণবাদ। মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এই যুগান্তকারী তত্ত্ব পৃথিবীর বুকে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যা এতদিন পর্যন্ত মেনে নেওয়া প্রায় অবাস্তব ছিল, সেই অবাস্তবকেই যৌক্তিক পদ্ধতিতে তিনি বাস্তব করে তুললেন। তবে ফ্রয়েড যে কাঠামোর ভিত্তিতে তাঁর তত্ত্বপ্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন সেক্ষেত্রে সাহিত্য থেকে তিনি ঋণী। সাহিত্যের রসদ থেকে তিনি তাঁর তত্ত্ববিন্যাস রচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মনঃসমীক্ষণবাদজনিত অভিজ্ঞতাবলী। ফ্রয়েডের পূর্বে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব যাঁদের লেখায় গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা এবার আলোচনা করা যাক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাশ্চাত্য সাহিত্য :

সোফোক্লেস-ইউরিপিদিস-আস্কাইলাস প্রমুখ নাট্যকার রচিত গ্রিক ট্রাজেডিগুলি নাট্যনির্ভর। কিন্তু চরিত্র চিত্রায়ণে বিভিন্ন বৈচিত্র্য থাকার কারণে ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্বপ্রতিমা নির্মাণে গ্রিক ট্রাজেডির সাহায্য নিয়েছিলেন; যার অন্যতম প্রমাণ হল সোফোক্লেস রচিত 'অয়দিপাউস' (৪২৯ খ্রি. পূ.) নাটক থেকে তিনি তাঁর তত্ত্বের অন্যতম একটি ভাবনা, 'ঈডিপাস এষণা' কে খঁজে পেয়েছিলেন। একইভাবে বিশ্লেষণাত্মক মনঃসমীক্ষণবাদ ভাবনার প্রণেতা কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং নাট্যকার সোফোক্লেস ও ইউরিপিদিস রচিত নাটক 'ইলেক্ট্রা' থেকে 'ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স' ভাবনাটির উদ্ভাবন করেছিলেন। গ্রীক ট্রাজেডিগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভাস চোখে পড়বার মতো। মানুষের চরিত্রের পাপবোধ এবঙ্গ তা থেকে শাস্তির নামান্তর— দর্শকদের ক্ষণিকের জন্য হলেও আত্মার সম্মুখে এনে দাঁড় করায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ৮৩১ খ্রি. পূ. ইউরিপিদিস রচিত 'মেদেয়া' নাটকটি। যেখানে পুরুষশাসিত সমাজে একজন নারীর নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের বিরূদ্ধাচরণ করেছে। এমনকি নিজের স্বার্থের খাতিরে খুন করতে পর্যন্ত পিছপা হয়নি। ইউরিপিদিস রচিত অপর একটি নাটক 'হিপ্পোলিটাস' এ এথেন্সের রাণী ফিদ্রা যে যুবতী মা হয়ে রূপবান সৎ ছেলের প্রতি শয্যাসঙ্গিনী হতে চাওয়ার ঘটনা মনস্তত্ত্বকে এক অন্যস্তরে নিয়ে গেছিল। তখনো কিন্তু ফ্রয়েড আসেননি, জন্ম হয়নি তাঁর মনঃসমীক্ষণবাদের, কিন্তু সমস্ত আদিম চাওয়া-পাওয়ার কাছে শেষপর্যন্ত সব দেশ-কালের কাঁটাতারের সীমানা অনায়াসে লংঘিত হয়ে যায়।

এরপর হোমার থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সময়— অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ধীরে ধীরে নিজের স্থান পোক্ত করেছিল। গ্রীক সাহিত্য বলতেই প্রথমে যে বিষয়টি মাথায় আসে তা হল মহাকাব্য — এদেশের যেমন রামায়ণ-মহাভারত ঠিক একইভাবে গ্রীক মহাকাব্য হিসাবে নাম আসে 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'র। প্রধানত বিয়োগাত্মক এই দুটি মহাকাব্যে দেবী থেটিস ও রাজা পেলেউসের পুত্র একিলিসের ক্রোধ এই মহাকাব্যের মূল বিষয়। কেন্দ্র আবর্তিত হয়েছে স্পার্টার রাজা মেনেলাসের স্ত্রী হেলেনকে কেন্দ্র করে। একইভাবে খ্রিষ্টীয়পূর্ব অষ্টম শতকে রচিত হোমারের অপর মহাকাব্যটি ওডিসি—ইলিয়াডের সিক্যুয়েল। এই সাহিত্যিক নিদর্শনগুলিতে জাতির মনন-শিল্পবোধ-রুচি-মেধা বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উচ্ছ্বাস সেখানে সীমিত।

খ্রি. পূ. ষষ্ঠশতক থেকে গ্রিস দেশে দর্শন চর্চার প্রচলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শিক্ষাগুরু দর্শন-আলাপচারিতা তাঁর সুযোগ্য শিষ্য প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে স্থান দিয়েছিলেন। এরপর তাঁর ছাত্র অ্যারিস্টটল দর্শনশাস্ত্রকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন তাঁর 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থের মাধ্যমে। দর্শনশাস্ত্রে মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যা যখন অতীন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের সত্তা অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেখানে একইসময়ে দর্শন শাস্ত্রে আসে স্টোয়িসিজম বা ঔদাসীন্যবাদ। বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

আনুমানিক ৩০০ খ্রি. পূ. সিটিয়ামের দার্শনিক জেনো স্টোয়িকবাদ বা ঔদাসীন্যবাদের প্রচার শুরু করেন। দর্শন যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য, তা কোনো অভিজাত-জ্ঞানী-উচ্চমার্গের আলোচনামাত্র ন, সে কথা বলতে এই দর্শনের উৎপতি। যার ভিত্তি প্রস্তুত করেন তিন দার্শনিক, যথাক্রমে— এপিস্টেটাস, সেনেকা ও অরেলিয়াস।

ঔদাসীন্যবাদ (Stoicism) ধারণার মূল স্তম্ভ হল দুটি—

১. আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি,

২. আত্মনিয়ন্ত্রণ।

এ বিষয়ে দার্শনিক এপিস্টেটাস বলেন,

> "Man is affected not by events,
> By the view he takes of them."[8]

এই ঔদাসীন্যবাদের সঙ্গে এখানেই মনস্তত্ত্বের একটা প্রগাঢ় সম্পর্ক। আমাদের জীবনকে আসলে আমরা কীভাবে নিচ্ছি সেটার ওপর জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্ভর করে, কোনো বাহ্যিক ঘটনা কখনোই জীবনের নিয়ন্ত্রক হতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের মন কোনো বিষয়ের প্রতি কীভাবে এবং কতটা গভীরে প্রবেশ করবে সেটাও তার মনই জানে। দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল তাঁর গ্রন্থ "Conquer of Happiness' এ এই বিষয়ে জানিয়েছেন,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "My purpose is to suggest...suffer...
> I believe this unhappiness...world.
> ...I propose to suggest the changes...achieved."[৫]

সুতরাং বলা চলে, মনই হল প্রকৃত চালক, এবং এই ভাবনার প্রতিফলন রচনার যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন উইলিয়াম শেক্সপীয়র। মনঃসমীক্ষণবাদের জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েড স্বয়ং তাঁর তত্ত্ববিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়র সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্র যেমন—হ্যামলেট, ম্যাকবেথ প্রমুখ চরিত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত এই সময়ের সাহিত্যে মানব-মনন এবং তার দ্বন্দ্বকে বিশেষ স্থান দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল রেনেসাঁ। রেনেসাঁ সময় ও তার পরবর্তী যুগে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি জনমানস আকৃষ্ট হয়েছিল, তা হল 'মানবতাবাদ' বা 'Humanism'; কোনো মধ্যযুগীয় অনুশাসন-বিধি-নিষেধ ব্যতিরেকে মানুষের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজে গ্রহণ বা বর্জন করার প্রবণতা দেখা গেল। মানবতাবাদী লেখক রূপে এলেন, 'ডিভাইন কমেডি' (১৩২০), 'ভিটা নুয়োভা' (১২৯৪), 'কনভিডিও' (১৩০৭) প্রভৃতি অমর সৃষ্টির লেখক দান্তে (১২৬৫-১৩২১)। এলেন পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪) তাঁর ট্রায়াম্ফস' (১৩৫১) নিয়ে, সঙ্গে ছিলেন তার বন্ধু ও 'ডেকামেরন' (১৩৫৩) এর লেখক জিওভানি বোকাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫) প্রমুখ। মানবতাবাদী সাহিত্যের মূল বিষয়ই ছিল নরনারীর প্রেম-বিরহ-সুখ-দুঃখের কাহিনি, কিন্তু এক্ষেত্রে বলতে হয় সাহিত্যগত আঙ্গিক, শৈল্পিক বোধ, সৌন্দর্যবোধ আবার কখনো মূল বিষয়কে আবৃত করে দিত।

এরপর এলেন উইলিয়াম শেক্সপীয়র (১৫৬৪-১৬১৬)। যাঁর চরিত্রগুলিকে বলা চলে কাঁচামাল স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বপ্রতিমা নির্মাণে। তাঁর হ্যামলেট (১৬০১), মার্চেন্ট অফ ভেনিস (১৬০০), কিং লিয়ার (১৬০৮), ম্যাকবেথ (১৬২৩), রিচার্ড (৩য়) (১৫৯৭) ইত্যাদি নাটকের চরিত্রগুলিকে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হল তিনি গ্রিক ট্রাজেডি থেকে গৃহীত ঈডিপাস এষণাকে হ্যামলেটের মধ্যে দেখিয়েছেন, বলা চলে তিনি তাঁর তত্ত্বে হ্যামলেটের ঈডিপাস এষণাকে দেখিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কিন সাহিত্য সমালোচক নর্মান হল্যান্ড তাঁর 'Freud on Shakespeare' প্রবন্ধে বলেছেন,

> "Freud's most famous contribution to scholarship... was to point out Hamlet's Oedipus complex."[৬]

এরপর রোমান সাম্রাজ্য নিজের দ্রুত বিস্তার বৃদ্ধি করার ফলে গ্রীকসাহিত্যের অবনতি হতে থাকে। রোমান সাহিত্য-সংস্কৃতি বা পরবর্তীতে ইংরেজী সাহিত্য-সংস্কৃতি – পরবর্তীকালে যেসব সাহিত্য নিজের অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করুক না কেন, প্রকৃত অর্থে তারা কিন্তু সবাই গ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতিকে কোনো না কোনোভাবে অনুকরণ করেছিল।

শেক্সপীয়রের পরবর্তী সময়ে যাঁর লেখায় মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন সূত্র মিলেছিল তিনি হলেন রুশ ঔপন্যাসিক ফিওডোর ডস্টয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১)। তাঁর 'কারমাজভ ব্রাদার্স' (১৮৮০), 'ইডিয়ট' (১৮৬৯), 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' (১৮৬৬), নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড (১৮৬৪) ইত্যাদি লেখায় পাঠক মানবমনের অপরিশীলিত, আদিম আবেগের মুখোমুখি হল।তাঁর সৃষ্ট ইভান, আলিওশা, দমিত্রি, রাসকোলনিকোভ চরিত্রগুলি গভীর পর্যবেক্ষণের নামান্তর। একই সঙ্গে তারা কখনো সংবেদনশীল-কোমল আবার কখনো পাশবিক-নিষ্ঠুর। 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রাসকোলনিকোভ সম্পর্কে বলা যেতে পারে,

> "রাসকোলনিকোভের অন্তর্দ্বন্দ, যুক্তি এবং বিবেকের নিরন্তর সংঘাতকে কুড়ুল এবং বিবেকের সংগ্রাম হিসেবে দেখা যেতে পারে। কুড়ুল যদি আত্মকেন্দ্রিক নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতার প্রতীক হয়ে থাকে, ক্রুশ সেক্ষেত্রে আত্মত্যাগী মানবপ্রেমের প্রতীক। ক্রুশকে নিয়ে বাঁচা সোনিয়ার প্রতি রাসকোলনিকোভের ভালোবাসার ইতিহাস ক্রুশের কাছে কুড়ুলের আত্মসমর্পণের ইতিহাস।"[৭]

অপর এক রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) এর লেখাতেও মানবিক বোধ প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে ভূমেন্দ্র গুহ তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলেছিলেন যে ডস্টয়েভস্কিতে চেনা ব্যক্তিগততাময়, একীভূত নয়— বিযুক্ত, মূর্ত। টলস্টয়-এ চেতনা সাধারণীকৃত, একীভূত, কেন্দ্রিত এবং বিমূর্ত।

পরবর্তীকালে পারিপার্শ্বিক সময়-সমাজ-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমূহ ঔপন্যাসিকেরা ভাষাগত – নান্দনিক আভিজাত্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন চরিত্রগুলির আন্তর্লোক নির্মাণে। তবে একথাও সমীচীন যে বৈপ্লবিক বাসনা থেকে কিছু করবার নিরন্তর প্রয়াস ক্রমাগত মানুষকে কোনো না কোনো পরিবর্তন আনার জন্য অনুপ্রাণিত করত, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আগের অধ্যায়ে মনঃসমীক্ষণবাদ তত্ত্বটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনার মাধ্যমে দেখা গেছে যে তত্ত্বটি সাহিত্য জগতে কিন্তু একেবারে নব পর্যায়ের ছিল না। কারণ তার আগে উপন্যাসের একটি প্রকার সাহিত্যে মনঃসমীক্ষণবাদী ভাবনাকে গ্রহণ করার এক অনুকূল পরিস্থিতি নির্মাণ করে রেখেছিল, যাকে সহজ ভাষায় Stream of Consciousness বা চৈতন্যপ্রবাহমূলক রীতি বলা হত। এই রীতিটিই পরবর্তীকালে সাহিত্যে মনঃসমীক্ষণবাদের পথটিকে প্রশস্ত করে তুলেছিল।

বাংলা উপন্যাস :

ইতালির বোকাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫) রচিত ‘ডেকামেরন’ (১৩৫৩), ইংল্যান্ডের চসার (১৩৪০-১৪০০) রচিত ‘ক্যান্টারবেরী টেলস’ (১৪০০), ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া রাবল্যে (১৪৯৪-১৫৫৩) রচিত ‘গারগান্তুয়া’ (১৫৩৪) ও ‘প্যাঁতাগ্রয়েল’ (১৫৩২) এবং স্পেনের মিগুয়েল দ্য সেরভান্তেস (১৫৪৭-১৬১৬) রচিত ‘ডন কিক্সট দ্য লা মাঞ্চা’ (১৬০৫) —দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে একটি সাদৃশ্য সর্বত্র, তা হল মধ্যযুগীয় রোমান্সের কল্পনায় অবাধ বিচরণ নয় বরং ধূলিধূসরিত ধরণির ছবি প্রকাশ পেয়েছিল এই লেখাগুলিতে। এগুলি সেই অর্থে উপন্যাস বা নভেল না হলেও এগুলির মধ্যে উপন্যাসের এক অদৃশ্য পদচারণা শুনতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে জন বানিয়ানের (১৬২৮-৮৮) পিল্গ্রিমস প্রোগ্রেস (১৬৭৮), ড্যানিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১)-র রবিনসন ক্রুশো (১৭১৯) বা জোনাথন সুইফ্ট (১৬৬৭-১৭৪৫)-র ‘গালিভার্স ট্রাভেলস’ (১৭২৬), ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে বাস্তব জীবনের প্রতি গভীর আগ্রহ ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকল। বাংলা সাহিত্য সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে উনিশ শতককে যথার্থই উপন্যাসের শতক বলেছেন। এঁদের পর সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যান্ডে বিভিন্ন প্রতিভাধর জীবনশিল্পীদের আবির্ভাব ঘটল। ফ্রান্সে স্তাঁধাল (১৭৮৩-১৮৪২), বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), আলেকজান্ডার ডুমা (১৮০২-৭০), ভিক্টর হুগো (১৮০২-৮৫), গুস্তাভ ফ্লবেয়ার (১৮২১-৮০), এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২), আলফাঁস দোদে (১৪৪০-৯৭), ইতালিতে জিওভান্নি ভের্গা (১৮৪০-১৯২২), স্পেনে জোসমারিয়া দ্য পেরেডা (১৮৩৩-১৯০৬), হুয়ান ভালেরা (১৮২৪-১৯০৫), রাশিয়ায় নিকোলাই গোগোল (১২০৯-৫২), লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), ফিওদোর ডস্টয়েভস্কী (১৮২১-৮১), আন্তন চেকভ (১৮৬০-১৯০৪), ইংল্যান্ডে জেন অস্টেন (১৭৭৫-১৮১৭), চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০), টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮), ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) প্রমুখ উপন্যাস শিল্পকে উৎকর্ষতার চরম শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে উনিশ শতকের শেষে ভিক্টোরীয় উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশিত ভাবালুতা, কল্পনা, জীবন সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে উপন্যাসে এল বাস্তববাদ (Realism), ও প্রাকৃতবাদ (naturalism). ধীরে ধীরে পথ পেরিয়ে উপন্যাস এসে পৌঁছেছিল চেতনাপ্রবাহের দ্বারে। পরিণতমনস্ক হল উপন্যাসের অন্তর, পরবর্তীকালে সেই পথ দিয়ে যদিও অনেকটা জল বয়ে গেছে।

বলা চলে, বাংলা উপন্যাস আনুমানিক প্রায় ১৫০ বছর আগে ইংরেজী উপন্যাস থেকেই সে তার প্রেরণা পেয়েছিল। ইংরেজী উপন্যাসের জনক স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১) জনৈক পরিচারিকা স্থানীয়াকে নিয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর উপন্যাস ‘পামেলা’ (১৭৪০); যেখানে লেখকের বাস্তবভিত্তিক নৈপুণ্যের জোরে তা এক নতুন সাহিত্যপ্রাঙ্গণকে উন্মুক্ত করেছিল। পরবর্তীকালে রিচার্ডসন থেকে স্কট-ডিকেন্স-জর্জ-এলিয়ট-জেমস জয়েস-লরেন্স প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা উপন্যাসের জন্ম হল।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থ অনুযায়ী প্রমথনাথ শর্মা রচিত ‘নববাবু বিলাস’ (১৮২৩) প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবী করে এসেছে। এই রচনার ৩৫ বছর পর রচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮) এবং তার পরবর্তীকালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ (১৮৬২) —সর্বত্রই স্থূলতার ছাপ স্পষ্ট। তবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 369
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার ঠিক কিছু পূর্বে রচিত ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স রচিত 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' গ্রন্থে কেবল জীবনযাত্রার কাহিনিই বিবৃত। এই সময়ের কাহিনিগুলি উপন্যাস ভারে ন্যুজ, সেখানে চরিত্রাবলীর বৈচিত্র্য অঙ্কনের কোনো অবকাশ নেই। তবে স্বল্প হলেও চরিত্রের মননশীলতার আভাস সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন,

> "আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম পূর্ণাবয়ব উপন্যাস এবং বাস্তবরসে বিশেষ সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে খুব উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায় না। কেবল বাস্তব চিত্রাঙ্কন, বা জীবন-পর্যবেক্ষণই উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসের একমাত্র গুণ নহে। বাস্তব উপাদানগুলিকে এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যেন... মানব-হৃদয়ের গভীর সনাতন ভাবগুলি যেন তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বাহ্যঘটনার উপরেও একটা অচিন্তিত-পূর্ব গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিতে পারে। উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসের ইহাই কৃতিত্ব।"[৮]

প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত সমসাময়িক হলেও প্যারীচাঁদ শুরু করেছিলেন অনেক পূর্বে। তারপরে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র লেখার ময়দানে পদার্পণ করলে বলা যায় উৎকর্ষতার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বেশি অগ্রগামী এবং জনপ্রিয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু লেখায় মনস্তত্ত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত বাংলাসাহিত্যে আর যাঁদের লেখায় মনস্তত্ত্ব গুরুত্ব পেয়েছে, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

পরিশেষে বলা চলে, সাহিত্যে মন-মননের গতিবিধির অস্পষ্ট আভাস সুপ্রাচীন কাল ধরেই আবহমান। তা কখনো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে মানবমনের জবানবন্দিতে, আবার কখনো তা নেপথ্যে থেকে পাঠক মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য হোক বা আমাদের অন্দরমহলের বাংলা উপন্যাস —মন সম্পর্কে ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসমৃদ্ধ ভাবনার অনেক আগেই সাহিত্যিক মননে মনের জটিলতা গহন অরণ্যের মায়াজাল বুননে ব্যস্ত ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা যায় সিগমুন্ড ফ্রয়েড স্বয়ং এই সাহিত্য সম্ভারগুলির প্রতি ঋণী, কারণ তাঁর তত্ত্বভাবনার বাঁকে বাঁকে তাদের দৃষ্টান্ত মেলে।

Reference:

১. Forster, E. M.*Aspect of the novel, (ed.)* Oliver Stallybrass, Penguin Books, England, 1927, pg. 1
২. Fox, Ralph, *The Novel and the people*, Eagle Publication, Kolkata, 1944, pg. 1
৩. Besant, Walter and Henry James, *Art of Fiction*, The Algonquin Press, Boston, 1884, pg. 32
৪.https://www.goodreads.com/quotes/1173488-man-is-troubled-not-by-events-but-by-the meaning, on 16:04, 10/11/2022
৫. Russell, Bertrand, *The conquest of happiness*, George Allen & Unwin ltd, London, 1932, pg. 21
৬. Holland, Norman, 'Freud on Shakespeare', *PMLA,* Volume 75, Issue 3, June 1960, pg 163-173
৭. বসু, অমর, 'দস্তয়েভস্কির "অপরাধ ও শাস্তি" স্মরণে ও বিস্মরণে', *দস্তয়েভস্কি বিশেষসংখ্যা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২, পৃ. ৪৩
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯-২০২০, পৃ. ১৯